بسم الله الرحمن الرحيم

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

মহান আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে যে, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (সূরা মায়িদা-৯)

رياض النجاة

রিয়াদ্বুন্ নাজাত

বা

মুক্তি সাধনা

(দৈনন্দিন ওয়াজিফা)

প্রণেতা

আবদে রাছুল

মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী সুবহানী

খলিফায়ে সুবহানী, খানদানে আ'লা হযরত, ইউ.পি, ভারত

রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

চেয়ারম্যানঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাহ্ বোর্ড ফাউন্ডেশন

(গভঃ রেজিঃ নং এস-১১২৮২/১১)

মুদিরে আ'লাঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ ও

মাদ্‌রাসা-এ-ফায়জানে মাদীনা, নেত্রকোণা

রিয়াদুন্ নাজাত বা মুক্তি সাধনা (দৈনন্দিন ওয়াজিফা)

প্রণেতা ঃ মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী

সর্বস্বত্বঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক ঃ ধর্ম দরদী ঈমানদারগণের ইহ ও পরপারের কল্যাণে বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ-এর পক্ষ থেকে কিতাবখানা ছাপার আর্থিক যাবতীয় আঞ্জাম দিয়েছেন-

★ **জনাব মুহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন রেজভী**
টংগী, গাজীপুর, মোবাইল ঃ ০১৭১৫-১৩৪৯৬০

★ **জনাব মুহাম্মদ জজ মিয়া রেজভী**
টংগী, গাজীপুর, মোবাইল ঃ ০১৭১৫৩৯১৬৪৬

মহান আল্লাহ উভয়কে দয়াল নবীজীর উসিলায় কবুল করুন। আমিন।

প্রকাশকালঃ ২৭ রমজান (লাইলাতুল ক্বদর), ১৪৩৪ হিজরী
২২ শ্রাবণ, ১৪২০ বাংলা
০৬ আগষ্ট, ২০১৩ইং

কম্পিউটার কম্পোজ, বর্ণবিন্যাস ও ডিজাইনঃ
রবিউল ইসলাম রেজভী ও
কবির হোসাইন রেজভী

মুদ্রণেঃ তোহ্ফা এন্টারপ্রাইজ, ১০২, ফকিরাপুল, আলিজা ভবন (৪র্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

হাদিয়াঃ ৫০.০০ টাকা

লেখক সম্পর্কে ক'টি কথা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الحمد للّٰه تعالٰی و الصلٰوة و السلام علٰی نبیه الاعلٰی

মহান আল্লাহর বাণীঃ اِنَّمَا یَخۡشَی اللّٰہَ مِنۡ عِبَادِہِ الۡعُلَمٰٓءُ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহকে তাঁরাই অধিক ভয় করে যারা (তাঁর সম্পর্কে) জানে (সূরা ফাতিরঃ ২৮)। আর তাঁরাই আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী যারা আল্লাহকে অধিক ভয় করে (তাক্বওয়া অবলম্বন করে)। (সূরা হুজুরাতঃ ১৩)

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "কোন নবীই মিরাছ হিসেবে দিনার বা দিরহাম (টাকা-পয়সা বা ধন-দৌলত) রেখে যান না। বরং ইলম (জ্ঞান)ই হল তাঁদের মিরাছ। আর যারা আলিম (জ্ঞানী) তাঁরাই নবীগণের ওয়ারিছ।" (মিশকাত ও তিরমিযী)

উল্লেখিত কুরআন-সুন্নাহ'র বাণীগুলোর মর্মে বর্তমান বিশ্বে যে ক'জন মহান ব্যক্তিত্বকে রব্বে কায়েনাত হাদী হিসেবে ধরা পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তন্মধ্যে একটি নাম হলো- রওনকে আহ্লে সুন্নাত, ফক্বীহে মাযহাবে হানাফিয়্যাত, যীনতে ক্বাদেরিয়্যাত, তরজুমানে মসলকে

আ'লা হযরত, মাখদুমে মিল্লাত, হযরাতুল হাজ্জ আল্লামা মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী সুবহানী। যিনি একমাত্র রাজাধিরাজ স্রষ্টার ভয়ে প্রকম্পিত, রাসূলের নূরে আলোকিত, রেজভীয়তের ফুলে সুশোভিত। রবের ভয় তাঁর মাঝে এতটাই যে, তাঁকে দেখলেই অন্তরে রেখাপাত করে, স্রষ্টাকে স্মরণে আসে এবং যিনি একমাত্র সেই স্বত্ত্বার ভয়ে, সুন্নতে নববীর অনুসরণে স্বীয় পিতার বিত্ত-বৈভব এমনকি সর্বস্ব ত্যাগ করে মাওলারই পথের যাত্রী। সত্যই এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল, যে ধর্মের জন্য এত কিছু বিসর্জন দিতে পেরেছেন, এমনকি পিতৃস্নেহও। যা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় খোদ কুরআনে সমর্থিত রাসূলের সাহাবাগণের সোনালী যুগকে, তাঁদের মত সোনার মানুষগুলোকে। ইরশাদ হয়েছে- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল আর তাঁর সাথীবর্গ কাফেরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। (সূরা ফাতহঃ ২৯)

এ মহান মনীষী তাপসী মায়ের কোল আলোকিত করে ধরা বুকে পদার্পন করলেন। স্বীয় গৃহে প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্তে পাড়ি জমান

রাজধানী ঢাকার বুকে। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে ফতোয়া (ইসলামী আইন) বিভাগে কামিল অর্জন করেন।

এরই মধ্যে ত্বরীকত সাধনায় কিছুদিন যমানার বিশিষ্ট আরিফ, সাহেবে কাশ্‌ফ ও সির্‌র, হযরত সূফী জামাল উদ্দীন আহমাদ শাহ চিশতী (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু)-এর সান্নিধ্য অর্জনে কংকর ও ধুলিময় খড়তাপে খালী পায়ে কঠিন ব্রত পালন করেন।

অতঃপর পার্থিব অনেক সুযোগ-সুবিধাকে বর্জন করে ধর্মের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অনলবর্ষী নূরানী তাকরীরের মাধ্যমে বিধর্মীদের অন্তরে ইসলামের জয়গান, মুসলিম নামধারী বাতিলদেরকে সুন্নীয়ত ও গাফেলদেরকে ত্বরীকতের অমীয় সুধায় পরিতৃপ্ত করে আসছেন। এক সময় যে ব্যক্তিটি ছিলেন নিজের পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কথিত ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তাঁর সাধনা ও সত্যের প্রতি অন্তরের আকর্ষণে, সর্বোপরি মহান রবের অশেষ কৃপায় টুপির একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সে ব্যক্তিটিই আজ সুন্নাতে নববী প্রতিষ্ঠায় উজারপ্রাণ আর সত্যের পরীক্ষায় সফলকাম। স্বীয় পরিবার কর্তৃক

প্রচারিত উদ্ভট কিছু ফতোয়ার বাস্তবিকতা দেখার পূর্বে তিনি তাদেরই সংগে অর্থাৎ কালো টুপিধারী রেজভীগণেরই সংগে ছিলেন এবং তাদের কতেক অমূলক ধর্ম বিশ্বাসগুলোতে বিনা পর্যালোচনাতেই বিশ্বাস করতেন এবং কালো টুপিই পরতেন। তাঁর পিতার জবান থেকে যখন নাইলন ও জালি টুপি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রোগ্রামে তিনি হতে থাকেন প্রশ্নের সম্মুখিন, তখনই রবের কৃপায় তাঁর অন্তরে নাড়া দেয় এবং টুপির বিধান সম্পর্কে দেখতে থাকেন বিভিন্ন কিতাবাদী। এর একটি কারণ এও যে, তাদের কর্তৃক অন্যান্য বিভ্রান্তিকর ফতোয়াগুলোর স্বপক্ষে কিছু উদ্ভটযুক্তি থাকলেও নাইলন ও জালি টুপি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ হতে কোন যুক্তিও তিনি পাননি।

অতঃপর অনেক গবেষণা পর্যালোচনা করে যখন দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত কালো টুপির সাথে কিতাবের কোন সম্পর্ক খুঁজে পেলেন না, তখনই অন্যান্য বিষয়গুলোর ব্যাপারেও তিনি কিতাব দেখতে শুরু করেন এবং তাদের প্রদত্ত ফতোয়াগুলো এবং কিতাবাদীর বর্ণনার মিল না পেয়ে স্বীয় পিতাকে এবং পিতাসহ অন্যান্যদেরকেও সত্য

বিষয়টি অবগত করালে দীর্ঘদিনের অসত্য প্রচারণার বিষয় থেকে ফিরে আসতে না পেরে পর্যায়ক্রমে তিনির উপর চলতে থাকে অমানবিক অত্যাচার।

এমতাবস্থায় তিনি সত্যের উপর আমল করতে গিয়ে তাঁরই আপন বড় ভাই ছদরুল আমিন সাহেব ও তার সহচরদের দীর্ঘ স্বার্থ জড়িত প্ররোচনায় স্বীয় পিতা হতে বিভিন্ন স্থানে, জনসমুদ্রে ঘোষিত হয়েছেন ত্যাজ্য পুত্র বলে। কারণ সত্য প্রকাশের ফলে তারা দীর্ঘদিনের লালিত ত্রুটিপূর্ণ ও ধর্ম পরিপন্থী বিশ্বাস থেকে সরেও আসতে পারছে না, অপরদিকে তা গ্রহণও করতে পারছে না দীর্ঘ দিনের স্মৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং ভুল কর্মগুলোর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে। তাই তাদের পক্ষ হতে চলতে থাকে তাঁর উপর পর্যায়ক্রমে মিথ্যা মামলা, ভারাটে নামে মাত্র আলেম ও নির্ধারিত কতিপয় লোকের মাধ্যমে মিথ্যা রচনাসহ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নির্যাতন এবং দখল করে রেজিষ্ট্রি করে নেয় পারিবারিক সম্পদ। তথাপি সত্যের পথ থেকে হটাতে পারেনি বিন্দু মাত্রও তাঁকে।

তাদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অনেক বিষয়ই রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বিষয় লিখিত এবং কিছু

বিষয় অলিখিতভাবে প্রচারিত, এগুলো থেকে নিম্নে সামান্য বিষয় উপস্থাপন করা হল, যেন সাধারণ জনগণ স্বীয় ঈমান ও আমল হিফাজত করতে পারে।

ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস	**কালো টুপিধারী রেজভীগণের ধর্ম বিশ্বাস**
১) সাদা টুপি পড়া সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।	১) সাদা টুপি নাজায়েয বরং কালো টুপি সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
২) খাসী কুরবানী সুন্নাতে রাসূল ও উত্তম।	২) খাসী কুরবানী করা হারাম।
৩) মাইক যোগে আযান দেয়া জায়িয।	৩) মাইক যোগে আযান দাতা মুশরিক ও তাঁর জানাযা হারাম।
৪) মসজিদের ভিতর যিকির ও মিলাদ পড়া জায়িয।	৪) মসজিদের ভিতর যিকির ও মিলাদ পড়া নাজায়িয।
৫) মসজিদে মিহরাব দেয়া জায়িয।	৫) মসজিদে মিহরাব দেয়া নাজায়িয।

৬) মসজিদে বৈদ্যুতিক ফ্যান ব্যবহার জায়িয।	৬) মসজিদে বৈদ্যুতিক ফ্যান ব্যবহার নাজায়িয।
৭) আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া বৈধ।	৭) আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া অবৈধ।
৮) ঈদের নামাজ ৬ তাকবীরে।	৮) ঈদের নামাজ ১২ তাকবীরে।
৯) গান বাজনা হারাম। বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য বাদ্যযন্ত্র ছাড়া শুধু ইসলামী সঙ্গীত জায়িয।	৯) ইসলামী গান বাদ্যযন্ত্র সহ জায়িয। প্রভৃতি।

হ্যাঁ! তাঁর পিতা এক সময় সুন্নিয়তের খেদমত করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর বার্ধক্যতার সময়ে তাঁরই ঔরসজাত সার্থান্বেষী মহল তিনির মাধ্যমে নতুন কিছু মতবাদ প্রচার করায় নিজ ঘর থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন সমাজেও বিভক্তি তৈরী হয়েছে। অবশ্য এ সত্য প্রকাশের পর নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য কিছু কিছু বিষয় অস্বীকার করে চলছে এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরাও দু'আ করছি আল্লাহ যেন তাদের ভুলগুলো বুঝার তৌফিক দেন এবং পূর্ণাঙ্গরূপে নবীর ত্বরীকায় আসার সুযোগ দান করেন।

উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহের জের ধরে তিনি পাড়ি জমান সুন্নীয়তের মারকাজ ভারতের বেরেলী শহরে দরগাহে আ'লা হযরত পানে। তাঁর সত্যের জন্য সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ দরগাহে আ'লা হযরতের বর্তমান সাজ্জাদানেশীন হুযুর কিবলা তাঁকে স্বীয় মুরীদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন এবং মনোনীত করেন স্বীয় খলিফা হিসেবে। এখান থেকে তিনি আজমীর শরীফ, মারহারা শরীফসহ বিভিন্ন দরগাহে ভ্রমণ করেন। যা পর্যালোচনায় তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা ও উচ্চ মর্যাদার কথাই প্রতিভাত হয়। এছাড়া আলে রাসূলের পক্ষ হতেও তিনি চার ত্বরীকার উপর ইজাযত প্রাপ্ত হন।

পরিশেষে, এ মহান মনীষী, আমার প্রাণ প্রিয় মুর্শিদ কিবলাকে যেন আল্লাহ দীর্ঘ হায়াতে তৈয়্যেবাহ দান করেন তাঁর দ্বীনী খেদমতে এবং আমাদের মত অসহায়দের সহায় হিসেবে। আমিন বিজাহি ত্ব-হা ওয়া ইয়া-সীন।

মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন্-নাজিরী
প্রেমু, দেবিদ্বার, কুমিল্লা
সাংগঠনিক সম্পাদকঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া উলামা পরিষদ।
ই-মেইলঃ alamgirnajiry@gmail.com

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

☛ প্রস্তুতি কালাম.....১২
☛ নাজিরী নজর ২০
☛ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওয়াজিফা.....৩২
☛ তরীক্বায়ে ফাতিহা শরীফ.....৩৯
☛ গিয়ারভী শরীফের তারতীব.....৪৯
☛ ক্বাছীদায়ে গাউছিয়া শরীফ ৫৭
☛ সংক্ষিপ্ত মিলাদ ও ক্বিয়ামে তাজিমী.....৬৭
☛ বিশেষ উপদেশমালা ৭২
☛ আ'লা হযরত আহমাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) -এর ফরমান, পীরের প্রতি মুরিদের ধ্যান ৭৩
☛ আমার পরম মুর্শিদ ক্বিবলার কলম হতে বিশ্লেষণধর্মী অমূল্য নছিহত ৭৪

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রস্তুতি কালাম

الحمد للّٰه رب العالمين - و الصلوة و السلام علٰى حبيبه الكريم - اما بعد فاعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم - بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم - وَنَفۡسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا - فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَ تَقۡوٰهَا - قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰهَا وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰهَا -

অর্থাৎ, শপথ আত্মার এবং যিনি তাকে অঙ্গাদীতে সাজিয়েছেন এবং তাকে পাপ ও পরহেজগারিতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন। যে আত্মাকে পবিত্র করেছে, সে সফল হয়েছে। আর সে বিফল হয়েছে, যে নিজেকে পাপের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। (সূরা শাম্‌স)

আল্লাহ পাক এ সূরার পূর্ব আয়াত সমূহে আসমান ও জমীনসহ বড় বড় নিদর্শনাবলীর কসম করতঃ নফস বা আত্মার কসম করেছেন। যথা- وَنَفۡسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا অর্থাৎ নফসের কসম এবং সেই মহান সত্তার যিনি নফস (আত্মা)-কে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সাজিয়েছেন।

আল্লাহ পাক এ আত্মার মাঝে দু'টি বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। যথা-

১. ফুজুর বা পাপ কাজের মানসিকতা এবং পাপ করার শক্তি।

২. তাক্বওয়া বা নেক কাজের মানসিকতা এবং নেকী অর্জন করার শক্তি।

যেমন, বলেছেন- فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَ تَقۡوٰهَا অর্থাৎ, তাকে পাপ ও পরহেজগারিতা অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছেন। এখানে বান্দাহ্‌কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে গুনাহের দ্বারা পাপী ও দোযখী হতে পারে এবং ইচ্ছা করলে পাপের সংগে সংগ্রাম করে নেকের উপর কায়েম থেকে আল্লাহর ওলী ও জান্নাতী হতে পারে।

যেহেতু এ ধরা পরীক্ষালয় তাই বান্দাহ্‌কে ভাল-মন্দ দু'টিরই এখতিয়ার বা জ্ঞান ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং এখতিয়ার অনুযায়ীই বেহেশত ও দোযখ নির্ধারিত হবে। তাকদীর তো আল্লাহর দয়া এবং রব তো স্বয়ং দয়ার অতুল সাগর এগুলোতে বিশ্বাস করেই ধর্মের দাবী পূরণ করতে

হবে। তবেই আল্লাহ চাহে তো মুত্তাকী হওয়া এবং সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

হে সাধক! গুনাহের প্রথম অস্তিত্ব আপনি নিজেই, যেহেতু আপনি নবী নন। একমাত্র নবীগণই বেগুনাহ্। তাই আপনার অস্তিত্বকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধে লিপ্ত থাকুন।

আর আপনার অস্তিত্বের মধ্যে গুনাহ সংগঠিত হওয়ার প্রথম অঙ্গ হল- 'চোখ'। তাই মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেনঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

অর্থাৎ, হে প্রিয় নবী! আপনি ঈমানদার পুরুষগণকে বলে দিন, তাঁরা যেন তাঁদের দৃষ্টিকে (কিছুটা নিচে রাখে) সংযত করে এবং তাঁদের যৌনাঙ্গকে হিফাজত করে। (সূরা নূরঃ ৩০)

অর্থাৎ, মুহরিম নয় এমন নারীদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুঠাম ছেলেদের প্রতি যেন দৃষ্টি না দেয়।

অনুরূপ পরের আয়াতে ঈমানদার নারীদের উপরও উক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি চোখের (কুদৃষ্টিমূলক) পাপ থেকে মুক্ত হতে পারল, সে যেন তার সমুদয় অস্তিত্বকে পাপ থেকে বিরত রাখল। কারণ দেখার কারণেই তো অন্তরে গুনাহের পরিকল্পনা তৈরী হয়ে থাকে।

❖ দয়াময় আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِ الصُّدُوْرِ

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ জানেন চোখের অপব্যবহার এবং অন্তরের মধ্যে যা গোপন আছে। (সূরা মুমিন তথা গাফিরঃ ১৯)

এ আয়াতে কারিমার মাধ্যমেও কুদৃষ্টি তথা পরনারীকে অবৈধভাবে দেখা ও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে বারণ করা হয়েছে। কারণ দৃষ্টি দ্বারা অন্তরে যা উদয় হয়, সে সমস্ত গোপন বিষয়াদি আল্লাহর নিকট গোপন নয়।

❖ এ মর্মে হুযুর কারীম রাউফুর রাহীম ইরশাদ করেনঃ

لعن الله الناظر و المنظور اليه - رواه البيهقى فى شعب الايمان

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ কুদৃষ্টিকারী এবং কুদৃষ্টি যার উপর পতিত হয়, উভয়ের উপর লা'নত করেছেন। (মিশকাত শরীফ, কিতাবুন নিকাহ)

ফরমানে নবী দ্বারা প্রমাণ হল যে, যে ব্যক্তি কু-দৃষ্টি করে তার উপর আল্লাহর লা'নত বা অভিশাপ। আর যে নিজের সৌন্দর্য্য দেখানোর জন্য প্রকাশ করে এবং কু-দৃষ্টির মুখোমুখি হয় তার উপরও আল্লাহর লা'নত।

লক্ষণীয় যে, শরীয়তের নির্দিষ্ট নিয়মের বাহিরে নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুঠামছেলেদের উপর নজর দেয়া এতটা মারাত্মক যে, স্বয়ং হুজুরপাক রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়েও বদদু'আ করেছেন। আর লা'নত এর অর্থ হল আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়া।

হে মুসাফির! আপনি যেখানেই সফর করবেন এবং চোখ ফেলবেন, সে প্রত্যেকটি বস্তুই আপনার পরীক্ষার উপকরণ মাত্র। দেখুন মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর (পৃথিবীর) শোভা করেছি। মানুষকে এমর্মে পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কে বেশি সৎকর্ম করে। (সূরা কাহাফঃ ৭)

মহান রব আরো ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِىْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ , পার্থিব জীবনতো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৫, ১৮৬)

অনুরূপ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "নিশ্চয় দুনিয়া হচ্ছে মিষ্ট সবুজ রং বিশিষ্ট (যা লোভনীয় ও দর্শনীয়)। মহান আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়ে দেখতে চান তোমরা কি আমল কর। সুতরাং তোমরা দুনিয়া ও নারী হতে বেঁচে থাকো। কারণ বনী ইস্রাইলের সর্বপ্রথম ফিতনা ছিল নারীদের ফিতনা।" (মুসলিম শরীফ)

এ দুনিয়া ও দুনিয়ার মায়াপূর্ণ সৃষ্টি আখিরাতের তুলনায় কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তা প্রিয় নবীজীর বাণী দিয়ে অনুভব করা যায়।

প্রিয় নবীজী ইরশাদ করেন- "এই পৃথিবী যদি আল্লাহর নিকট একটি মাছির ডানার মতও মূল্যবান হত, তাহলে তিনি এ (পৃথিবী) থেকে কোন অবিশ্বাসীকে এক কোষ পানিও পান করতে দিতেন না।" (তিরমিযী)

হে সাধক! গুনাহের দ্বারা হারাম বা নিষিদ্ধ স্বাদ ও শান্তি লাভ করার চেয়ে গুনাহ্ ছেড়ে দেয়ার ফলে গুনাহের জন্য যে অস্থিরতা ও যন্ত্রণা হয়, তা উত্তম এবং চিরস্থায়ী শান্তি বা আনন্দ লাভের মাধ্যম। কেননা নফসের চাহিদায় নিষিদ্ধ কর্মগুলোর কারণে আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হতে থাকে। আর নিষিদ্ধ কর্মগুলো ছেড়ে দেয়ার অস্থিরতা ও যন্ত্রণার কারণে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

অর্থাৎ, যে গুনাহ্ ছেড়ে রবের হয়ে যায়, রব স্বয়ং তাঁকে আপন বন্ধু করে নেন। (সূরা মারইয়ামঃ ৯৬)

হে মুসাফির! জাগতিক ওয়াস্ওয়াসা থেকে মুক্তি এবং আল্লাহর প্রেমাশক্তি অর্জন ও বেলায়তের বিভিন্ন মাকামে পরিভ্রমণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে সর্বদা শরীয়তের বিধানাবলী পালনের পাশাপাশি সাধ্যমত পাস-আনফাসের জিকিরে মগ্ন থাকুন। আর তা এভাবে যে, "শ্বাস ত্যাগ করার সময় لَا اِلٰهَ (লাইলাহা) বলবেন, যেন লাইলাহা-এর সাথে আল্লাহ ছাড়া সকল বস্তুর মহাব্বত ক্বালব থেকে বের হয়ে যায় এবং শ্বাস গ্রহণ করার সময় اِلَّا اللّٰه (ইল্লাল্লাহ) বলবেন, যেন ক্বালবে আল্লাহর মহাব্বত প্রবেশ করে এবং তা স্থায়ী হয়ে যায়।

অর্থাৎ, শ্বাস ত্যাগ করার সময় এই ধ্যান করবেন যে, لَا اِلٰهَ এর لَ টি নাভী থেকে টেনে اِلٰهَ (ইলাহ) এর ه (হা) মাথার তালু পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং শ্বাস গ্রহণ করার সময় এই ধ্যান করবেন যে, اِلَّا اللّٰه (ইল্লাল্লাহ) টি মাথার তালু হতে নাভী

পর্যন্ত পৌঁছেছে। এতটা ধ্যান করতে না পারলে শুধু অর্থের দিকে ধ্যান করে শ্বাস ত্যাগ করার সময় لَا اِلٰهَ এবং শ্বাস গ্রহণ করার সময় اِلَّا اللّٰهُ বলবেন। আর অর্থ হল لَا اِلٰهَ (নেই কোন মা'বুদ বা উপাস্য) اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া)। আর এতটুকুও ধ্যান করতে না পারলে শুধু শ্বাস ত্যাগ করার সময় لَا اِلٰهَ বলবেন এবং শ্বাস গ্রহণ করার সময় اِلَّا اللّٰهُ বলবেন। এই জিকির সম্মিলিতভাবে অথবা এককভাবে উঠতে, বসতে, চলাচলে, কাজ-কর্মে, শয়নে, পাকে-নাপাকে, স্বরবে-নিরবে সর্বাবস্থায় জারী থাকবে।

نذیری نظر (নাজিরী নজর)

(নবী আদর্শে পিতৃ মতাদর্শ ত্যাগীর নছিহত)

১. দয়াময় আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় নবীকে সর্বগুণে গ্রহণ করত: তাঁর বাণীসমুহের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আমলই খাঁটি মুমিন ও মুসলিম হওয়ার মাধ্যম।

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, নির্ধারিত রোজা যথা সময়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বায়েম করুন।

সাবধান! বেনামাজির মুখে মৃত্যুর সময় কালিমা নসীব হয় না।

৩. সাধ্য হলে হজ্ব, যাকাত আদায় করুন। অনাদায়ে যন্ত্রণাময়ী শাস্তির কবলে পড়তে হয়।

৪. দয়াল নবীজির সুন্নাতসমূহ পালন করুন। যথাসাধ্য মুস্তাহাবগুলো পালনের চেষ্টা করুন এবং সকল প্রকার নিষিদ্ধ বিষয় ও সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে দুরে থাকুন।

৫. নির্দিষ্ট ইবাদতের অবসরে হালাল জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি জিকিরে মগ্ন থাকুন এবং শয়নকালে অযু করতঃ কমপক্ষে ১ বার দরুদ শরীফসহ কালিমা শরীফ অর্থাৎ, "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" পড়ে নিন। ধ্যানে রাখবেন আপনার সকল অবস্থা মহান রবের হিসাবের আওতায়।

৬. প্রতিদিন সামান্য হলেও কুরআন তিলাওয়াত করুন, যেন খতম হয়। তা আপনাকে

ইহপারে সচেতনতা দান এবং পরপারে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবেই।

৭. আপনার ত্বরীকাভুক্ত ভাইদেরকে নিয়ে প্রতিবেশীগণকে আহবান করে প্রত্যেক আরবী মাসের ১১ ও ১২ তারিখের গিয়ারভী শরীফ অথবা বারভী শরীফ অবশ্যই পালন করবেন এবং সম্ভব হলে প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে হালকায়ে জিকিরসহ মিলাদ ও দু'আর ব্যবস্থা করবেন।

৮. বৎসরে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শবে ক্বদর, শবে মি'রাজ, শবে বরাত, ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আদ্বহা ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো এবং আশুরার গুরুত্বপূর্ণ দিন, যাদের স্মরণে রেজভীয়া দরগাহে **"ওরছে আজীম"** হয়ে থাকে এগুলো পালন করুন। এতে আপনার উভয় জাহান নেয়ামতপূর্ণ হবে।

৯. প্রিয় নবীকে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততিসহ আপন জীবনের চেয়েও বেশী ভালবেসে

চলুন। নবীর রংগে রঙ্গীন হওয়ায়ই চিরমুক্তির একমাত্র ব্যবস্থা।

১০. মহান আল্লাহর বিধান পালন ও প্রতিষ্ঠায় অবিরাম চেষ্টা করুন যদিও তা মাতা-পিতা ও নিজ সন্তানের বিরুদ্ধে যায়। যেমনটি ছিল হযরত আবু উবায়দা ইবনে জার্‌রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সহ হুযুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবাগণের মাঝে।

১১. আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হবে এমন কাজ ব্যতীত সকল বিষয়ে মাতা-পিতার বাধ্য হওয়া ফরজ। যে বাধ্যতা ও খেদমতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)।

১২. আপনি ও আপনার পরিবার ধর্মীয় নীতিতে অটল থাকুন এবং সাথে আপনার সমাজকেও উদ্বুদ্ধ করুন এবং আত্মীয়তা স্থাপন করুন তাঁদের সাথে, যারা ধার্মিকতায় অবিচল।

১৩. আপনি আপনার পরিবারের সকলকে

এবং সাধ্যমত অন্যান্যদেরকেও ধর্ম শিক্ষায় উৎসাহিত করুন। এ ফিতনার যুগে বাতিলপন্থিদের ধর্মীয় আবরণযুক্ত কৌশলসমূহ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন ব্যতীত বুঝা মুশকিল, তাই আপনার সন্তানকে সুন্নী মাদ্‌রাসায় পড়তে দিন।

১৪. সাবধান! যাদের মধ্যে নবীভক্তি নেই এবং আল্লাহ্-রাসূলকে সর্বগুণে মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখবেন না। আর আপনার কোন মুসলিম ভাইয়ের দুঃখ, কষ্ট ও সংকট নিরসনে এগিয়ে আসুন। মহান আল্লাহ আপনার দুঃখ কষ্ট ও সংকট নিরসনে সাহায্য করবেন।

১৫. আপনার পীর ভাই বা ত্বরীকতসূত্রে আবদ্ধ যারা, তাঁরা আপনার আপনজন এবং একই পথের যাত্রী। বর্ণ-গোত্র না দেখে আন্তরিকতা সৃষ্টি করুন। রবের তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করুন। আর নিজেকে সৃষ্টির নিকৃষ্ট জানবেন। যদি আপন

হাল অনুপাতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহলে আপনি প্রকৃত মুত্তাকী নন।

১৬. ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের তাবেদারী এবং নারী ও পুরুষের পৃথক পৃথক পর্দা পালনে আন্তরিক যত্নবান হউন। আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ ও মূহুর্ত দয়াল নবীজির ত্বরিকায় রাখুন।

১৭. পর্দা বজায় রাখুন এবং গান-বাজনা হতে দুরে থাকুন, খবরদার বেপর্দা ও গান-বাজনা অন্তর মুর্দা করে দেয় এবং ধার্মীকতায় অনিহা সৃষ্টি হয়ে যায়।

১৮. মিথ্যা, গীবত, কুপ্রবৃত্তির চর্চা ও নেশায় মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায় এবং দুনিয়াতে ও কবরে আজাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯. দৃষ্টি ও গোপ্তাঙ্গ জোর প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ করুন, এ দু'টি যত বেশী সংরক্ষিত হবে, ততবেশী সাধনার পথ অতিক্রম করা সহজ হবে।

২০. সর্বদায় ওযু অবস্থায় থাকতে চেষ্টা করুন। সাবধান!

লাওয়াতাত্ (সমকামিতা) ও জিনার (ব্যভিচার) অভ্যাসে মৃত্যুর সময় ধর্মহারা করে দেয়।

২১. সুদ, ঘুষ, খিয়ানত এবং আর্থিক দুর্নীতিতে বাহ্যিক উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও এর ফলাফল বিপদ আর দারিদ্রতা।

২২. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল প্রকার পাপ হতে পবিত্রতা লাভ করতঃ পানি বা মাটি দিয়ে পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করুন, তবেই ইবাদতের প্রকৃত সাধ ও নিয়মিত সাধনা লাভ হবে।

২৩. নবীর ত্বরীকা তথা শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুম আপনার ইহ ও পরকালের মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম।

২৪. সাবধান! মৃত্যুর পূর্বে সকল প্রকার ঋণ হতে, পাপ ও আমলের কাযা হতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। আর ৭০,০০০ বার করে কালিমা শরীফের খতম করুন। তা আপনার ও আপনার আপনজনের নিদানের সঙ্গী। ৩০০ বার করে সূরা ইখলাছ খতম করুন, তা আপনাকে ৫০ বৎসরের গুনাহ্ থেকে পবিত্রতা

দান করবে এবং সাধনার পথে সহায়ক হবে।

২৫. আপনার আদর্শ ও চরিত্র যেন অন্যকে মহান আল্লাহ ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৬. এ ফিতনার যুগে সর্ব প্রকার পাপ থেকে মুক্ত অবস্থায় যথা নিয়মে ধর্মীয় হুকুম সমূহ পালন করাই শ্রেষ্ঠ কারামত। আমার সহচরবৃন্দ ও আমার পরবর্তী প্রজন্মের নিকট আরজ- **"দরগাহ্ শরীফে যেন ইলমের চর্চা থাকে এবং সম্মানের সাথে আলেমগণের খেদমত করা হয়, কারণ আমি গোটা জগতের সুন্নী আলিম ও সুন্নী জনতার খাদেম।"**

২৭. শুধু মহান রবের উদ্দেশ্যেই কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে সজ্জিত পীরের মাধ্যমে বায়াতে রাসূল গ্রহণ করে সাধনার পথ সহজ করুন। ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু পীরের সাক্ষাৎ লাভ হয় কিন্তু রবের কুরবত (নিকটবর্তী হওয়া) থেকে দূরে সরে যায়। নবী যুগ হতে এ নীতি এখনো এ জন্যে চলছে যে, সাধক যেন সাবধানে সঠিক পথ পাড়ি দেয়।

২৮. হে সাধক! আপনি বার বার তওবা করেও ভঙ্গ করেছেন! নৈরাশ হবেন না, আবার তওবা করুন। আশা আর চেষ্টার লাগাম ছেড়ে দিবেন না, আর শুকরিয়া আদায় করুন যে, মহান রব আপনাকে তওবা করার সুযোগ দিচ্ছেন।

২৯. সাবধান! তাকদীরের উপর সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকবেন। আপনার ভাল-মন্দ প্রত্যেকটা হালকে নিয়ামত জানবেন। আপনার জন্য সাধনা করা কঠিন হয়ে গেছে বুঝি! তবুও চেষ্টা করুন, কষ্ট করুন, প্রার্থনা করুন। মনে রাখবেন, মালিকের বিধান বড়ই হেকমতপূর্ণ। যিনি তাকদীরের মালিক তিনি আপনারও মালিক। যার অধীনে তাকদীর তার অধীনে আপনিও।

৩০. হে মুসাফির! মানুষের মারাত্মক বিপদ আর কঠিনতর দুশমন হলো তার নফস। নফসে আম্মারার অনিষ্টের কারণে মানুষ গোমরাহী ও ক্ষতিগ্রস্থতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। ফলে ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত হয় এবং

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ থেকে দূরে সরে যায়। কারণ খায়েসাতে নফসানী বা কুপ্রবৃত্তি মানুষের দিলের শত্রু এবং ধর্মেরও শত্রু। এ নফস সর্বদায় আপন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যস্ত থাকে। তাই ধার্মিকের যথাযথ ধর্ম পালনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং কঠিনতর করে তুলে ধর্মীয় কর্মসমূহ। আর পাপাচার তথা শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ সহজ করে তুলে। তাই মানুষের জন্য কুফরীর ফিতনার চেয়েও নফসের ফিতনা মারাত্মক ভয়ঙ্কর।

মানব সৃষ্টির শুরু হতে এ পর্যন্ত যত ফিতনা-ফাসাদ ও ধ্বংসযজ্ঞ, নাফরমানী আর বিপদ মসিবত সবই এ নফসের কারণেই। কিয়ামত পর্যন্ত এ সমস্ত ঘটনা নফসের জন্যেই সংঘটিত হবে।

হে পথিক! যেহেতু চরম শত্রু নিজ বগলেই বাস করে, তাই প্রত্যেকটি জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যই ফরয তাকে সুকৌশলে পরাস্ত করা এবং তার হাত থেকে মুক্তির চেষ্টায় রত থাকা। আর তা এ মধ্যম পন্থায় যে–

❑ নফসকে তার চাহিদা মত ভোগ-সম্ভার থেকে বিরত রাখুন। অর্থাৎ খাদ্য ও নিদ্রার পরিমাণ এতটুকু দিন যতটুকুতে নফসের উত্তেজনা শক্তি নিস্তেজ বা দমন হয়ে যায়। তবে নফসকে ধ্বংস করা যাবে না। কারণ তা সংশোধন করাই সাধকের উদ্দেশ্য। **সৃষ্টিতে শিখুন!** চতুষ্পদ জন্তু যখন ঘাস-পানি থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন দুর্বল হয়ে যায় এবং পশুত্ব-উত্তেজনাও বন্ধ হয়ে যায়।

❑ অতঃপর নফসের উপর শরীয়তের বিধানসমূহ যথাযথ ও মহাব্বতের সাথে বাস্তবায়ন ঘটান, তবেই তা দুর্বল হয়ে যাবে। **দেখুন!** বোঝাইকৃত ঘোড়া বোঝা নিয়ে উত্তেজনাময় দুষ্টামি করার সুযোগ থাকে না। বরং বোঝা নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্যে ব্যস্ত থাকে।

❑ তারপর মহান রবের দয়া প্রার্থনা করুন। মনে রাখবেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল সাধনার পূর্ণতা মাওলার দয়ার উপর নির্ভরশীল। **শুনুন!** মহান আল্লাহ ও রাসূলের পরেই গর্ভধারিনী মা-ই হলেন দয়ার নিদর্শন। আর সেই মা-ই কখনো

কখনো সন্তানের কান্নাকাটির ফলে সন্তানের প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন।

৩১. সেই তো অচেতন মানুষ যে মৃত্যুর সময় অজ্ঞাত হয়েও প্রস্তুতি নিচ্ছে না।

৩২. আপনার মৃত্যুর পূর্বেই জরুরী ওছীয়তসমূহ করে নিন এবং শরীয়তের জরুরী কর্মগুলোসহ তালকীন, জিকির, কালিমা শরীফের খতম ও ছাওয়াব রেছানী, কুরআন তিলাওয়াত, আহাদনামা দান ও দাফনের উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ প্রভৃতি যেন নেককার সুন্নী আলেমে দ্বীনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

৩৩. আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আপন জনের নিকট আরজ আমার মৃত্যুর পর সাধ্যমত দান-সদকা করুন এবং বেশী বেশী কালিমা শরীফ খতম ও কুরআন শরীফ খতম করার আশা রাখছি এবং আমার লেখিত 'পারের তরী' ও 'রেজভী তাহক্বীকাত' পুস্তক দু'টির ওছীয়তসমূহ বাস্তবায়নের আশা করছি। এতে আমল প্রত্যাশী ও আমলকারী উভয়েই মাওলার দয়ায় উপকৃত হবেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ওয়াজিফা

বর্ণিত ওয়াজিফাসমূহ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের পর মনোযোগ ও মহাব্বতের সাথে পড়বেন।

১। (ক) আয়াতুল কুরসী ১ বার। এ আমলের বরকতে মৃত্যুর পর পরই জান্নাতী হবেন। (মিশকাত)

আয়াতুল কুরসী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১ বার

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হায়্যুল ক্বাইয়্যম। লা- তা'খুজুহূ সিনাতুও ওয়া লা- নাউম। লাহূ মা- ফিস্সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল আরদ্বি মান্যাল্লাযী ইয়াশ্ফা'উ 'ইনদাহূ ইল্লা বিইযনিহী ইয়া'লামু মা- বাইনা আইদীহিম ওয়া মা- খাল্ফাহুম্ ওয়া লা- ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন্ 'ইল্মিহী ইল্লা-

বিমা-শা-আ ওয়াসি'য়া কুরসিয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা ওয়া লা- ইয়াঊদুহূ হিফ্জুহুমা ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

(খ) 'আহাদ নামা শরীফ ১ বার। এ আমলের বরকতে ক্বিয়ামতের ময়দানে রবের পক্ষ হতে অদৃশ্য আহবানকারী আমলকারীকে সন্ধান করবে এবং জান্নাতে পৌঁছে দিবে। (রূহুল বয়ান)

'আহাদ নামা শরীফ	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১ বার

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِیْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ فَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ

تُقَرِّبُنِیْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدُنِیْ مِنَ الْخَیْرِ
وَاِنِّیْ لَااَتَّكِلُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّیْ
عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّیْهِ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اِنَّكَ
لَاتُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ط وَصَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ
اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ফাতিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ‘আ-লিমাল্ গায়বি ওয়াশ্-শাহা-দাতি হুওয়ার্ রাহ্মানুর রাহীম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’হাদু ইলাইকা ফী হা-যিহিল হায়া-তিদ্ দুন্য়া আশ্হাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ ‘আব্দুকা ওয়া রাসূলুকা ফালা তাকিল্নী ইলা নাফ্সী ফাইন্নাকা ইন্ তাকিল্নী ইলা নাফ্সী তুক্বার্রিব্নী মিনাশ্ শার্রি ওয়া তুবা‘য়িদনী

মিনাল খাইরি ওয়া ইন্নী লা আত্তাকিলু ইল্লা বিরাহ্মাতিকা ফাজ্‘আল্ লী ‘ইন্দাকা ‘আহ্দান্ তুওয়াফ্ফীহি ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাহ্। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী‘আদ। ওয়া সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলা খাইরি খালক্বিহী মুহাম্মাদিও ওয়া আ-লিহী ওয়া আছ্হাবিহী আজ্মা‘য়ীন। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার্ রাহিমীন।

২। দু‘আয়ে ইস্তিগ্ফার ৩ বার। এ আমলের বরকতে আমলকারীর গুনাহ্-এর পরিমাণ সমুদ্রের ফেনা বরাবর হলেও মাফ হয়ে যাবে। (তিরমিজী ও আল ওয়াজিফাতুল কারীমাহ)

দু‘আয়ে ইস্তিগ্ফার	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম**	**৩ বার**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْهِ

উচ্চারণঃ আস্তাগ্ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল্ হায়্যুল্ ক্বায়্যূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

৩। এ পূণ্যভান্ডার তাসবীহে ফাতিমা

(ওয়াজিফা) সমূহের বরকতে আমলকারীর আমলকে এমন মর্তবা দেয়া হবে, যা আজকের এ দিনে সমগ্র জাহানের অন্য কারো আমলকে এর সমান মর্তবা দেয়া হবে না, অনুরূপ আমলকারী ব্যতীত। (মুসলিম ও শরহুল ওয়াজিফাতিল কারীমাহ)

তাসবীহে ফাতিমা	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	মোট ১০১ বার

(ক) سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ).....৩৩ বার

(খ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদু লিল্লাহ).....৩৩ বার

(গ) اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার).....৩৪ বার

(ঘ) لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ লাহুল্‌মুল্‌কু ওয়া লাহুল্‌হামদু ওয়া হুওয়া ‘আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।.....১ বার

৪। যে ব্যক্তি নিম্নের এ আমল মাথার উপর

ডান হাত রেখে ১ বার পাঠ করবে, এর বরকতে তার সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। (হিস্‌নে হাসীন ও শরহুল ওয়াজিফাতিল কারীমাহ)

দু‘আয়ে হিফাজত	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১ বার

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লা-হিল্লাজী লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়ার্ রাহ্‌মানুর রাহীম। আল্লাহুম্মা আযহিব ‘আন্নিল্ হাম্মা ওয়াল হুজ্‌ন।

উক্ত দু‘আর পর আ‘লা হযরত ক্বিবলা وَعَنْ اَهْلِ السُّنَّةِ (ওয়া ‘আন আহ্‌লিস্ সুন্নাহ্) বাক্যাংশটি যোগ করেন।

৫। এ পাঞ্জেগাঞ্জে ক্বাদেরী’র প্রত্যেকটি বরকতময় নামের মধ্যে রহমত, হিফাজত, মাগফিরাত, ইজ্জত ও কুদরতসহ অসংখ্য ফজিলত ও নাজাত রয়েছে। (শারহুল ওয়াজিফাতিল কারীমাহ)

পাঞ্জেগাঞ্জে ক্বাদেরী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১০০ বার

(ক) ফজর বাদঃ يا عزيز يا الله (ইয়া 'আজীজু, ইয়াআল্লাহু).....১০০বার

(খ) যুহর বাদঃ يا كريم يا الله (ইয়া কারীমু, ইয়া আল্লাহু).....১০০ বার

(গ) 'আসর বাদঃ يا جبار يا الله (ইয়া জাব্বারু, ইয়া আল্লাহু).....১০০ বার

(ঘ) মাগরিব বাদঃ يا ستار يا الله (ইয়া সাত্তারু, ইয়া আল্লাহু).....১০০ বার

(ঙ) 'ইশা বাদঃ يا غفار يا الله (ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া আল্লাহু).....১০০ বার

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে ওয়াজিফা শুরু করার পূর্বে ১০ বার এবং ওয়াজিফা শেষ করে ১০ বার "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম" পড়তঃ মুনাজাত করবেন। এতে বৎসরে ৭২ হাজার কালিমা শরীফ ও ৭২ হাজার দরূদ

শরীফ পড়া হয়ে যায়। এ ধারায় পড়তে থাকলে বৎসরান্তে ৭০ হাজার বারে এক খতম কালিমা শরীফ হয়েও ২ হাজার বার বেশী থাকবে। ইন্‌শাআল্লাহ।

তরীক্বায়ে ফাতিহা শরীফ

শুধু ফজর নামাজ বাদ দৈনন্দিন ফজরের নামাজের ওয়াজিফা সম্পন্ন করতঃ সম্ভব হলে একা একাই ফাতিহা শরীফ পড়বেন। এতে বিশেষ নেকী অর্জন, জরুরী উদ্দেশ্য পূরণ, সার্বিক কল্যাণ সাধন, বিপদ দূরীকরণ ও ইন্তেকাল প্রাপ্ত ব্যক্তির ছাওয়াব রেছানীসহ নবুয়ত ও বেলায়তের দয়া নজরে থাকার সৌভাগ্য নছীব হয় এবং বিধিসম্মত উদ্দেশ্য পূরণে ও বিভিন্ন কাজের বিশেষ বরকত লাভের জন্য নিম্নের ফাতিহা শরীফ পড়া হয়। আর যদি ফাতিহা শরীফ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বা যৌথ পরিবেশে পড়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে ফজর নামাজ বাদ প্রথমেই দৈনন্দিন ওয়াজিফা এককভাবে পড়ে নিন। তারপর সম্মিলিতভাবে ফাতিহা শরীফ পড়ে নিবেন।

১.শাজরাহ শরীফ	بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১ বার

شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء هذه سلسلتى من مشائخى فى الطريقة العالية القادرية الطيبة المباركة

আর এ হল আমার সিল্‌সিলাহ্‌ (তরিক্বতের মহান ধারা), যা আমার মহান সমুচ্চ, পবিত্র ও বরকতময় ক্বাদেরীয়া তরীক্বার সম্মানিত বুজুর্গানেদ্বীন থেকে।

یا الٰہی رحم فرما مصطفٰے کے واسطے
یارسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے

(১) ইয়া ইলাহী রহম ফরমা মোস্তফা কে ওয়াস্তে
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ করম কীজিয়ে খোদাকে ওয়াস্তে।

مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے
کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے

(২) মুশকিলে হল কর শাহে মুশকিল কোশাকে ওয়াস্তে
কর বালায়েঁ রদ্‌ শহীদে কারবালাকে ওয়াস্তে।

سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے
علم حق دے باقر علم ہدٰی کے واسطے

(৩) সাইয়্যেদে সাজ্জাদ্‌ কে সদক্বে মে সাজেদ রাখ্‌ মুঝে,

ইলমে হক্ব দে বাক্বেরে ইলমে হুদাকে ওয়াস্তে।

صدق صادق کا تصدّق صادق الاسلام کر
بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے

(৪) সিদ্‌ক্বে সাদেক্ব কা তাসাদ্দুক সাদেকুল ইসলাম কর,
বে গযব রাযী হো কাযেম আওর রেযা কে ওয়াস্তে।

بہر معروف و سری معروف دے بیخود سری
جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے

(৫) বাহ্‌রে মা'রূফ ওয়া সারী মা'রূফ দে বে-খোদ সরী
জুন্‌দে হক্বমে গিন্‌ জুনাইদে বা-সফা কে ওয়াস্তে।

بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتّوں سے بچا
ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے

(৬) বাহ্‌রে শিবলী শেরে হক্ব দুনিয়া কে কুত্তোঁ সে বাঁচা
এক কা রাখ্‌ আব্‌দে ওয়াহেদ বে-রিয়াকে ওয়াস্তে।

بوالفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد
بوالحسن اور بوسعید سعد زا کے واسطے

(৭) বুল্‌ ফরাহ্‌ কা সদক্বা কর গম কো ফরাহ্‌ দে হোস্‌ন ও সা'আদ
বুল্‌ হাসান আওর বূ-সা'ঈদে সা'আদ ঝা কে ওয়াস্তে।

قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا
قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے

(৮) ক্বাদেরী কর ক্বাদেরী রাখ্ ক্বাদেরীয়োঁ মে উঠা
ক্বদ্‌রে আবদুল ক্বাদেরে কুদ্‌রত নুমাকে ওয়াস্তে।

احسن للہ لہ رزقا سے دے رزق حسن
بندۂ رزاق تاج الآصفیا کے واسطے

(৯) আহ্‌সানাল্লাহু লাহু রিয্‌ক্বান সে দে রিয্‌ক্বে হাসান
বান্দায়ে রায্‌যাক্ব তাজুল আস্‌ফিয়াকে ওয়াস্তে।

نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ
دے حیات دیں محیّ جاں فزا کے واسطے

(১০) নাস্‌রে আবী সালেহ্ কা সদক্বা সালেহ্ ও মন্‌সুর রাখ্
দে হায়াতে দ্বীঁ মুহিয়্যে জাঁ ফঝাকে ওয়াস্তে।

طور عرفان و علو و حمد و حسنی و بہا
دے علی موسی حسن احمد بہا کے واسطے

(১১) তূরে এরফান ও উলুভ হামদ ও হুসনা ও বাহা
দে আলী মুসা হাসান, আহমদ বাহাকে ওয়াস্তে।

بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر
بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

(১২) বাহ্‌রে ইবরাহীম মুঝ্ পর নারে গম গোলযার কর
ভীক দে দাতা ভিখারী বাদ্‌শাহ কে ওয়াস্তে।

خانۂ دل کو ضیاء دے روئے ایماں کو جمال
شہ ضیا مولی جمال الاولیا کے واسطے

(১৩) খানায়ে দিলকো যিয়া দে রোয়ে ঈমাঁ কো জামাল
শাহ্ যিয়া মাওলা জামালুল্ আওলিয়াকে ওয়াস্তে।

دے محمّد کے لئے روزی کر احمد کے لئے
خوان فضل اللہ سے حصّہ گدا کے واسطے

(১৪) দে মুহাম্মদ কে লিয়ে রুযী কর আহমদ কে লিয়ে
খানে ফযলুল্লাহ সে হিস্‌সা গদাকে ওয়াস্তে।

دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے
عشق حق دے عشقی عشق امتما کے واسطے

(১৫) দ্বীন ও দুনিয়া কী মুঝে বরকাত দে বরকাত সে
ইশ্‌ক্বে হক্ব দে ইশ্‌ক্বিয়ে ইশ্‌ক্বে ইনতিমা কে ওয়াস্তে।

حبّ اہل بیت دے آل محمّد کیلئے
کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے

(১৬) হুব্বে আহ্‌লে বায়ত দে আলে মুহাম্মদ কে লিয়ে
কর শহীদে ইশক্বে হামযা পেশওয়া কে ওয়াস্তে।

دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر
اچھے پیارے شمس دیں بدر العلی کے واسطے

(১৭) দিল্‌কো আচ্ছা, তন্‌কো সুত্‌রা, জান্‌কো পুরনূর কর্
আচ্ছে পিয়ারে শাম্‌সে দ্বীঁ বদ্‌রুল্ 'উলাকে ওয়াস্তে।

دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر
حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے

(১৮) দো-জাহাঁ মে খাদেমে আলে রসূলুল্লাহ্ কর
হযরতে আলে রসূলে মোক্বতাদা কে ওয়াস্তে।

نور جان و نور ایماں نور قبر و حشر دے
بوالحسین احمد نوری لقا کے واسطے

(১৯) নূরে জান ও নূরে ঈমাঁ নূরে কবর ও হাশর দে
বুল হোসাইনে আহমদে নূরী লেক্বা কে ওয়াস্তে।

کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے
میرے مولی حضرت احمد رضا کے واسطے

(২০) কর্ 'আতা আহ্‌মাদ রেযায়ে আহ্‌মাদে মুরসাল মুঝে
মেরে মাওলা হযরতে আহ্‌মাদ রেযাকে ওয়াস্তে।

حامد و محمود اور حمد و احمد کر مجھے
میرے مولی حضرت حامد رضا کے واسطے

(২১) হামেদ ও মাহ্‌মুদ আওর হাম্মাদ ও আহ্‌মাদ কর মুঝে
মেরে মাওলা হযরতে হামেদ রেযাকে ওয়াস্তে।

سائیہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے
رحم فرما آل رحماں مصطفی کے واسطے

(২২) সায়ায়ে জুমলা মাশায়েখ ইয়া খোদা হামপর রহে
রহম ফরমা আলে রহমাঁ- মোস্তফা কে ওয়াস্তে।

بہر ابراہیم بھی لطف و عطائے خاص ہو
نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے

(২৩) বাহ্‌রে ইব্‌রাহীম ভী লুত্‌ফ ও আ'তায়ে খাস হো
নূর কী সরকার সে হিস্‌সা গদাকে ওয়াস্তে।

یا خدا ریحان رضا کو گلشن اسلام میں
رکھ شگفتہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے

(২৪) ইয়া খোদা রায়হান রেযা কো গুলশানে ইসলাম মে
রাখ্ শেগুফ্‌তা হার ঘড়ী আপনী রেযাকে ওয়াস্তে।

میرے سبحان اپنی سبحانی کو دی پاکیزگی
سب سے پاکیزہ محمد مصطفی کے واسطے

(২৫) মেরে সুবহাঁ! আপনি সুবহানী কো দী পাকিযগি
সব ছে পাকিযাহ্ মুহাম্মদ মোস্তফা কে ওয়াস্তে।

نذیر شاہ کی یہ التجا بھیک دے ظل اولیاء
صدقائے حبیب مولی با حسین کے واسطے

(২৬) নাজির শাহ্ কী ইয়ে ইলতেজা ভিকদে যিল্লে আওলিয়া ছদক্বায়ে হাবীবে মাওলা বাহুসাইনকে ওয়াস্তে।

صدقہ ان اعیاں کا دے چہ عین عز علم و عمل
عفو و عرفاں و عافیت اس بینوا کے واسطے

(২৭) সদকা ইন আ'ইয়াঁ কা দে চেহ্ আইনে ইয্, এল্ম ও আমল আফভো ইরফাঁ আফিয়াত ইস্ বেনাওয়া কে ওয়াস্তে।

বিঃ দ্রঃ শাজরাহ্ শরীফ পাঠ কালে শ্রোতাগণ আমিন, আমিন বলবেন।

২. দরূদে গাউছিয়া	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	৭ বার

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَّعْدَنِ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিম্ মা'দানিল জু-দি ওয়াল কারামি ওয়া আ-লিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

৩. সুরা ফাতিহা	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১ বার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ

الدِّيْنِ ۙ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۙ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

উচ্চারণঃ আল্হাম্দুলিল্লাহি রাব্বিল 'আ-লামীন। আর্ রাহ্মানির রাহীম। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন। ইহ্দিনাস্ সিরাত্বাল্ মুস্তাকিম। সিরাত্বাল্ লাযীনা আন্'আম্তা 'আলাইহিম। গাইরিল মাগ্দ্বূবি 'আলাইহিম্ ওয়া লাদ্ দ্বা-ল্লীন। আমীন।

৪. আয়াতুল কুরসী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	১ বার

৩২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫. সুরা ইখলাস	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম	৭ বার

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۚ

উচ্চারণঃ কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ্। আল্লাহুস্ ছামাদ্। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইউলাদ্। ওয়া

লাম্ ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ্।

পুনরায় 'বিসমিল্লাহ্'সহ দরূদে গাউছিয়া ৩ বার পড়ে সংক্ষিপ্ত ক্বিয়ামে তা'জীমী পাঠ করতঃ এর ছাওয়াব সিলসিলা'র সকল আওলিয়ায়ে কিরাম ও অন্যান্য সকল হক্ব মাযহাব ও ত্বরিকার আওলিয়ে কিরামের পাক আর্ওয়াহে হাদিয়া করবেন। মাতা-পিতা, জীবিত-কবরস্ত এবং সকল মুমিন-মুমিনাতের জন্য দু'আসহ আপন মুর্শিদ (পথ প্রদর্শক) যার মাধ্যমে বা'য়াত হয়েছেন, তিনি যদি জীবিত থাকেন তাঁর জন্য শান্তি ও সুস্থতার দু'আ করবেন। অন্যথায় তাঁর নাম ফাতিহায় শামিল করবেন। সেই সাথে উপস্থিত সকলের জন্য দু'আসহ মসজিদ, মাদরাসা, দরগাহ্, দরবার, হুজ্রা প্রভৃতি ধর্মীয় খাতে মুষ্ঠি প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জন্য দু'আ করবেন এবং মানত প্রদানকারী বা বিভিন্ন নিয়তে 'ফাতিহা শরীফ' উদ্যাপনে হাদিয়া বা তাবারুক প্রদানকারীর নাম উল্লেখ পূর্বক দু'আ করবেন।

বিঃদ্রঃ কিয়ামে তা'জীমী ৬৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

গিয়ারভী শরীফের তারতীব

নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি তাসবীহ **১১** বার করে পাঠ করবেন এবং 'দরূদে তাজ শরীফ' পড়ে তাসবীহ আরম্ভ করবেন।

দরূদে তাজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ
وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ❊ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ
وَالْاَلَمِ ❊ اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ
وَالْقَلَمِ ❊ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ❊ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ
مُّنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ❊ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ
الْعُلٰى نُوْرِالْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ❊ جَمِيْلِ الشِّيَمِ ❊
شَفِيْعِ الْاُمَمِ ❊ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ❊ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ ❊
وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ ❊ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ ❊ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ ❊
وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ ❊ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ ❊

وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ ❊ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ ❊ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
❊ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ❊ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ ❊ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ ❊
رَحْمَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ❊ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ ❊ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ ❊
شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ ❊ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ ❊ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ ❊
مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ ❊ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ ❊ نَبِيِّ
الْحَرَمَيْنِ ❊ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ ❊ وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ ❊
صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ ❊ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ
جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَا الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٍ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ يَاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা সায়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন্ ছাহিবিত্ তা-জি ওয়াল্ মি’রাজি ওয়াল্ বুরাক্বি ওয়াল ‘আলাম। দাফি‘য়িল বালা-ই ওয়াল্

ওয়াবা-ই ওয়াল্ ক্বাহ্ত্বি ওয়াল্ মারাদ্বি ওয়াল্ আলাম। ইস্‌মুহূ মাকতূবুম্ মারফূ’উম্ মাশফূ’উম্ মান্‌কূশুন্ ফিল্ লাওহি ওয়াল্ ক্বালাম। সায়্যিদিল ‘আরাবি ওয়াল্ ‘আজাম। জিস্‌মুহূ মুক্বাদ্দাসূম্ মু’আত্ত্বারুম্ মুত্বাহ্হারুম্ মুনাওয়ারুন্ ফিল্ বাইতি ওয়াল্ হারাম। শাম্‌সিদ্দুহা বাদ্‌রিদ্ দুজা ছাদ্‌রিল ‘উলা নূরিল্ হুদা কাহ্‌ফিল্ ওয়ারা মিছ্‌বাহিয্ যুলামি। জামীলিশ শিয়ামি, শাফী‘য়িল্ উমামি, ছাহিবিল্ জূদি ওয়াল্ কারাম। ওয়াল্লাহু ‘আছিমুহূ, ওয়া জিবরীলু খাদিমুহূ, ওয়াল বুরাক্বু মারকাবুহূ, ওয়াল মি’রাজু সাফারুহূ, ওয়া সিদরাতুল মুন্‌তাহা মাক্বামুহূ, ওয়া ক্বাবা ক্বাওসাইনি মাত্বলূবুহূ, ওয়াল্ মাত্বলূবু মাক্বছূদুহূ, ওয়াল্ মাক্বছূদু মাওজূদুহূ। সায়্যিদিল মুরসালীনা, খাতামিন্ নাবিয়্যীনা, শাফী‘য়িল্ মুজ্‌নিবীন, আনীসিল গারিবীনা, রাহ্‌মাতিল্ লিল‘আলামীন। রাহাতিল্ ‘আশিক্বীনা, মুরাদিল্ মুশতাক্বীন। শামসিল্ ‘আরিফীনা, সিরাজিস্ সালিকীন। মিছবাহিল্ মুক্বার্‌রাবীনা, মুহিব্বিল্ ফুক্বারা-ই

ওয়াল্ গুরাবা-ই ওয়াল মাসাকীন। সায়্যিদিস্ ছাক্বালাইন। নাবিয়্যিল হারামাইন। ইমামিল ক্বিবলাতাইন। ওয়াসীলাতিনা ফিদ্ দারাইন। ছাহিবি ক্বাবা ক্বাওসাইন। মাহ্বূবি রাব্বিল মাশরিক্বাইনি ওয়াল মাগরিবাইন। জাদ্দিল হাসানি ওয়াল হুসাইনি মাওলানা ওয়া মাওলাচ্ছাক্বালাইন। আবিল ক্বাসিমি মুহাম্মাদ ইবনি 'আবদিল্লাহি নূরিম্ মিন্ নূরিল্লাহ। ইয়া আইয়্যুহাল্ মুশতাক্বূনা বিনূরি জামালিহী ছাল্লূ 'আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী ওয়া সাল্লিমূ তাসলিমা।

তাসবীহসমূহ

(১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম).....১১ বার

(২) ইস্তেগফার ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উচ্চারণঃ আস্তাগ্ফিরুল্লা-হাল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহুওয়াল্ হায়্যুল্ ক্বায়্যুমু ওয়া আতূবু ইলাইহি। .....১১ বার

(৩) দুরূদ শরীফ ঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ ছাল্লাল্লাহু 'আলান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা ছালাতাও ওয়া সালামান্ 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। অথবা যে কোন দুরূদ শরীফ...১১ বার

(৪) সূরা ফাতিহা.....১১ বার

৪৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

(৫) সূরা ইখলাছ.....১১ বার

৪৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

(৬) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্).....১১ বার

(৭) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ (আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্)....১১ বার

(৮) لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্)...১১ বার

(৯) اِلَّااللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ).....১১ বার

(১০) اَللّٰهُ (আল্লাহু).....১১ বার

(১১) اَللّٰهُ (আল্লাহ্).....১১ বার

(১২) هُوَ اللّٰهُ (হুওয়াল্লাহ্).....১১ বার

(১৩) هُوَ (হু).....১১ বার

(১৪) هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ (হুয়াল্লা-হুল্ লাযী লা-ইলা-হা ইল্লাহু).....১১ বার

(১৫) اَللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّاهُوَ (আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহু)..১১ বার

(১৬) اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّاهُوَ (আল্ লাইলাহা ইল্লাহু)..১১ বার

(১৭) اَنْتَ الْهَادِىْ اَنْتَ الْحَقُّ لَيْسَ الْهَادِىْ اِلَّاهُوَ (আন্তাল হাদী, আন্তাল হাক্ব, লাইসাল্ হাদী ইল্লাহু).....১১ বার

(১৮) حَسْبِىْ رَبِّىْ جَلَّ اللّٰهُ (হাস্বী রাব্বী জাল্লাল্লাহ্) .....১১ বার

(১৯) مَا فِىْ قَلْبِىْ غَيْرُ اللّٰهِ (মা-ফী ক্বালবী

গাইরুল্লাহ্) .....১১ বার

(২০) نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ (নূর মোহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ্) .....১১ বার

(২১) لَا مَعْبُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (লা মা'বূদা ইল্লাল্লাহ্).....১১ বার

(২২) لَا مَوْجُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (লা মাওজূদা ইল্লাল্লাহ্)..১১ বার

(২৩) لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللّٰهُ (লা মাক্ছূদা ইল্লাল্লাহ্)..১১ বার

(২৪) هُوَ الْمُصَوِّرُ الْمُحِيْطُ اللّٰهُ (হুয়াল মুছাব্বিরুল মুহীতুল্লাহ্) .....১১ বার

(২৫) يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ (ইয়া হায়্যু, ইয়া ক্বাইয়্যুম).....১১ বার

(২৬) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্).....১১ বার

(২৭) اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ (আস্সালাতু ওয়াস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ্)....১১ বার

(২৮) يَا شَيْخُ سُلْطَانُ سَيِّدُ عَبْدُ الْقَادِرِ جِيْلَانِىُّ شَيْئًا لِّلّٰهِ (ইয়া শাইখ সায়্যিদ সুলতান আব্দুল ক্বাদির জিলানী

শাইআল্ লিল্লাহ্).....১১ বার

(২৯) দুরূদ শরীফ ঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلٰوةً وَّ سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ ছাল্লাল্লাহু 'আলান্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা ছালাতাও ওয়া সালামান্ 'আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্। অথবা যে কোন দুরূদ শরীফ.....১১ বার

(৩০) ক্বাছীদায়ে গাউছিয়া শরীফ (সম্পূর্ণ)...১ বার

৫৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

(৩১) মিলাদ ও কিয়ামী তা'জীমী শরীফ

৬৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

যিকির

(৩২) لَااِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্)...১০০ বার

(৩৩) اِلَّااللّٰهُ (ইল্লাল্লাহ).....১০০ বার

(৩৪) اَللّٰهُ (আল্লাহু).....১০০ বার

(৩৫) শাজরাহ্ শরীফ.....১ বার

৪০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

(৩৬) মুনাজাত ও তাবারক বিতরণ।

বিঃদ্রঃ বারভী শরীফের প্রতিটি তাসবীহ ১২ বার করে পড়বেন।

قصيدهٔ غوثيه شريف

ক্বাছীদায়ে গাউছিয়া শরীফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَقَانِى الْحُبُّ كَاسَاتِ الْوِصَالِ

فَقُلْتُ لِخَمْرَتِىْ نَحْوِىْ تَعَالِىْ

(১) সাক্বানিল হুব্বু কাসাতিল বিছালী

ফাক্বুলতু লিখামরাতী নাহ্বী তা'আলী

سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِىْ فِىْ كُؤُوْسٍ

فَهِمْتُ بِسُكْرَتِىْ بَيْنَ الْمَوَالِىْ

(২) সা'আত ওয়া মাশাত লিনাহ্বী ফী কুঊসিন্

ফাহিম্তু বিসুক্রাতী বাইনাল্ মাওয়ালী

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْاَقْطَابِ لُمُّوْا
بِحَالِیْ وَادْخُلُوْا اَنْتُمْ رِجَالِیْ

(৩) ফাকুল্‌তু লিসা-ইরিল্ আক্বত্বাবি লুম্মূ
বিহালী ওয়াদ্‌খুলূ আনতুম রিজালী

وَهَمُّوْا وَاشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِیْ
فَسَاقِی الْقَوْمِ بِالْوَافِیْ مَلَالِیْ

(৪) ওয়াহাম্মূ ওয়াশ্‌রাবূ আন্‌তুম্ জুনূদী
ফাসাক্বিল ক্বাওমি বিল্ ওয়াফী মালালী

شَرِبْتُمْ فُضْلَتِیْ مِنْ بَعْدِ سُكْرِیْ
وَلَانِلْتُمْ عُلُوِّیْ وَاتِّصَالِیْ

(৫) শারিব্‌তুম ফুদ্বলাতী মিম বা'দি সুক্‌রী
ওয়ালা নিলতুম 'উলুওবী ওয়াত্তিছালী

مَقَامُكُمُ الْعُلٰی جَمْعًا وَّلٰكِنْ
مَقَامِیْ فَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِیْ

(৬) মাক্বামুকুমুল 'উলা জাম'আও ওয়ালাকিন্
মাক্বামী ফাওক্বাকুম মা ঝালা 'আলী

أَنَا فِیْ حَضْرَةِ التَّقْرِیْبِ وَحْدِیْ
یُصَرِّفُنِیْ وَحَسْبِیْ ذُوالْجَلَالِیْ

(৭) আনা ফী হাদ্বরাতিত্ তাক্বরীবি ওয়াহ্‌দী
ইউছার্‌রিফুনী ওয়া হাস্‌বী যুল্ জ্বালালী

اَنَا الْبَازِیُّ اَشْهَبُ كُلَّ شَیْخٍ
وَمَنْ ذَا فِی الرِّجَالِ اُعْطٰی مِثَالِیْ

(৮) আনাল বাঝীয়্যু আশ্‌হাবু কুল্লা শাইখিন
ওয়া মান্ যা ফির্ রিজালি উ'ত্বা মিছালী

كَسَانِیْ خِلْعَةً بِطَرَازِ عَزْمٍ
وَتَوَّجَنِیْ بِتِیْجَانِ الْكَمَالِ

(৯) কাসানী খিল'আতাম বি ত্বারাজি 'আঝমিন
ওয়া তাওওয়াজানী বি তীজানিল কামালী

وَاَطْلَعَنِىْ عَلٰى سِرِّ قَدِيْمٍ
وَقَلَّدَنِىْ وَاَعْطَانِىْ سُؤَالِىْ

(১০) ওয়া আত্বলা'আনী 'আলা সির্‌রি ক্বাদীমিন্
ওয়া ক্বাল্লাদানী ওয়া আ'ত্বানী সুআলী

وَوَلَّانِىْ عَلَى الْاَقْطَابِ جَمْعًا
فَحُكْمِىْ نَافِذٌ فِىْ كُلِّ حَالٍ

(১১) ওয়া ওয়াল্লানী 'আলাল আক্বত্বাবি জাম'আন্
ফাহুক্‌মী নাফিজুন্ ফী কুল্লি হালী

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِىْ بِحَارٍ
لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِىْ زَوَالٍ

(১২) ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফী বিহারিন্
লাছারাল কুল্লু গাওরান্ ফী ঝাওয়ালী

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فِى جِبَالٍ
لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ

(১৩) ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফী জিবালিন্
লাদুক্কাত ওয়াখ্‌তাফাত্ বাইনার্ রিমালী

وَ لَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ نَارٍ
لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالٍ

(১৪) ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফাওক্বা নারিন্
লাখামিদাত ওয়ান্‌ত্বাফাত্ মিন সির্‌রি হালী

وَلَوْ اَلْقَيْتُ سِرِّىْ فَوْقَ مَيِّتٍ
لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلٰى تَعَالِىْ

(১৫) ওয়া লাও আলক্বাইতু সির্‌রী ফাওক্বা মাইতিন্
লাক্বামা বিক্বুদরাতিল্ মাওলা তা'আলী

وَمَا مِنْهَا شُهُوْرٌ اَوْ دُهُوْرٌ
تَمُرُّ وَتَنْقَضِىْ اِلَّا اَتَالِىْ

(১৬) ওয়া মা মিনহা শুহূরুন্ আও দুহূরুন্
তামুর্‌রু ওয়া তানক্বাদ্বী ইল্লা আতালী

وَتُخْبِرُنِىْ بِمَايَاْتِىْ وَيَجْرِىْ
وَتُعَلِّمُنِىْ فَاَقْصِرْ عَنْ جِدَالِىْ

(১৭) ওয়া তুখ্‌বিরুনী বিমা ইয়া’তী ওয়া ইয়াজরী
ওয়া তু‘আল্লিমুনী ফাআক্বছির ‘আন্ জিদালী

مُرِيْدِىْ هِمْ وَطِبْ وَاشْطَحْ وَغَنِّىْ
وَافْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالْاِسْمُ عَالِىْ

(১৮) মুরীদী হিম ওয়া ত্বিব ওয়াশ্‌ত্বাহ্ ওয়া গান্নী
ওয়াফ‘আল মা তাশা-উ ফাল ইস্‌মু ‘আলী

مُرِيْدِىْ لَاتَخَفْ اَللّٰهُ رَبِّىْ
عَطَانِىْ رِفْعَةً نِّلْتُ الْمَنَالِىْ

(১৯) মুরীদী লা তাখাফ, আল্লাহু রাব্বী
‘আত্বানী রিফ‘আত্বান নিল্‌তুল মানালী

طُبُوْلِىْ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ دُقَّتْ
وَشَاؤُوْسُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالِىْ

(২০) ত্বুবূলী ফিস্ সামা-ই ওয়াল্ আরদ্বি দুক্কাত
ওয়া শায়ূসুস্ সা‘আদাতি ক্বাদ্ বাদালী

بِلَادُ اللّٰهِ مُلْكِىْ تَحْتَ حُكْمِىْ
وَوَقْتِىْ قَبْلَ قَبْلِىْ قَدْ صَفَالِىْ

(২১) বিলাদুল্লাহি মুল্‌কী তাহ্‌তা হুক্‌মী
ওয়া ওয়াক্বতী ক্বাব্‌লা ক্বাব্‌লী ক্বাদ্ ছাফালী

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا
كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِىْ

(২২) নাজার্‌তু ইলা বিলাদিল্লাহি জাম‘আন্
কাখার্‌দালাতিন্ ‘আলা হুক্‌মিত্ তিছালী

وَكُلُّ وَلِىٍّ عَلٰى قَدَمٍ وَّاِنِّىْ
عَلٰى قَدَمِ النَّبِىِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

(২৩) ওয়া কুল্লু ওয়ালিয়্যিল ’আলা ক্বাদামিও ওয়া ইন্নী
‘আলা ক্বাদামিন্নাবীয়্যি বাদ্‌রিল কামালী

مُرِيْدِىْ لَاتَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّىْ
عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالِ

(২৪) মুরীদী লা তাখাফ্ ওয়াশিন্ ফাইন্নী
‘আজূমুন ক্বাতিলুন ‘ইনদাল্ ক্বিতালী
دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَّوْلَى الْمَوَالِىْ

(২৫) দারাস্তুল্ ‘ইলমা হাত্তা ছির্তু ক্বুতবান্
ওয়া নিলতুস্ সা’দা মিম মাওলাল মাওয়ালী
فَمَنْ فِىْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ مِثْلِىْ
وَمَنْ فِى الْعِلْمِ وَالتَّصْرِيْفِ حَالِىْ

(২৬) ফামান ফী আওলিয়া-ইল্লাহি মিছ্লী
ওয়া মান্ ফিল্ ‘ইলমি ওয়াত্ তাছ্রীফি হালী
كَذَااِبْنُ الرِّفَاعِىْ كَانَ مِنِّىْ
فَيَسْلُكُ فِىْ طَرِيْقِىْ وَاشْتِغَالِى

(২৭) কাযা ইব্নুর্ রি‘ায়ী কা-না মিন্নী
ফা ইয়াস্লুকু ফী ত্বরীক্বী ওয়াশ্ তিগালী

رِجَالٌ فِىْ هَوَاجِرِ هِمْ صِيَامٌ
وَفِىْ ظُلَمِ اللَّيَالِىْ كَا اللَّآلِ

(২৮) রিজালুন্ ফী হাওয়াজিরি হিম্ ছিয়ামুন্
ওয়া ফী জুলামিল্ লায়ালী কাল্লাআলী
نَبِىُّ هَاشِمِىٌّ مَكِّىٌ حِجَازِىٌ
هُوَ جَدِّىْ بِهٖ نِلْتُ الْمَوَالِ

(২৯) নাবিয়্যুন হাশিমী, মাক্কী, হিজাযী
হুয়া জাদ্দী বিহী নিলতুল্ মাওয়ালী
اَنَا الْحَسَنِىُّ وَالْمَخْدَعُ مَقَامِىْ
وَاَقْدَامِىْ عَلٰى عُنُقِ الرِّجَالِ

(৩০) আনাল হাসানিয়্যু ওয়াল্ মাখদা’ মাক্বামী
ওয়া আক্বদামী ‘আলা ‘উনুক্বির্ রিজালী
وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُوْرُ اِسْمِىْ
وَجَدِّىْ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ

(৩১) ওয়া ‘আবদুল ক্বাদিরিল মাশ্‌হূরু ইস্‌মী
ওয়া জাদ্দী ছাহিবুল ‘আইনিল্ কামালী
اَنَـا الْـجِيْـلِـىُّ مُـحْـيِ الدِّيْنِ اِسْمِىْ
وَاَعْلَا مِـىْ عَـلٰـى رَاْسِ الْـجِبَـالِ

(৩২) আনাল্ জীলিয়্যু মুহিউদ্দীন ইস্‌মী
ওয়া আ’লামী ‘আলা রা’সিল জিবালী
تَقَبَّلْنِىْ وَلَاتَرُدُّ سُوَالِىْ
اَغِثْنِىْ سَيِّدِىْ اُنْظُرْ بِحَالِ

(৩৩) তাক্বাব্বাল্‌নী ওয়ালা তারদুদ্ সুআলী
আগিছ্‌নী সায়্যিদী উন্‌জুর্ বিহা-লী
فَحَلِّلْ يَااِلٰهِىْ كُلَّ صَعْبٍ
بِحَقِّ الْمُصْطَفٰى بَدْرِ الْكَمَالِ

(৩৪) ফাহাল্লিল্ ইয়া ইলাহী কুল্লা সা’বিন্
বিহাক্কিল্ মুস্তফা বাদ্‌রিল্ কামালী

সংক্ষিপ্ত মিলাদ ও কিয়ামে তা’জীমী

প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম) পড়ে নিন। অতঃপর পড়ুনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণঃ লাক্বাদ্ জা-আকুম রাসূলুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম ‘আঝীঝুন ‘আলাইহি মা ‘আনিত্ তুম হারীছুন্ ‘আলাইকুম্ বিল্ মু’মিনীনা রাঊফুর রাহীম। এরপর-

“আছলে ঈমান, রূহে কুরআন, মগ্‌জে দ্বীন,
উস নবী পর খাড়ে হুকর্ সালাত ও সালাম পড়হু মুমিন”

বলে কিয়ামে তা’জীমী আদায় করে নিন।

কিয়ামে তা’জীমীর কাছিদা-১

يَانَبِىُّ سَلَامٌ عَلَيْكَ ☆ يَا رَسُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكَ
يَا حَبِيْبُ سَلَامٌ عَلَيْكَ ☆ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْكَ

ইয়া নাবী! সালামু ‘আলাইকা
ইয়া রাসূল! সালামু ‘আলাইকা
ইয়া হাবীব! সালামু ‘আলাইকা
ছালাওয়াতুল্লাহি ‘আলাইকা ॥

اسلام کی تشریح مدینہ ✦ ایمان کی تنویر مدینہ

قران کی تفسیر مدینہ ✦ خدا کی تعریف مدینہ

১) ইসলাম কী তাশ্‌রীহ্‌ মদীনা
ঈমান কী তান্‌ভীর মদীনা
কুরআন কী তাফ্‌ছীর মদীনা
খোদা কী তা’রীফ মদীনা ॥

رسولوں کے نبی ہوا قا ✦ نبیوں کے نبی ہوا قا

فرستوں کے نبی ہوا قا ✦ خدا کے مظہر ہوا قا

২) রাসূলূকে নাবী হু আক্বা
নাবীউকে নাবী হু আক্বা
ফিরিশতুঁকে নাবী হু আক্বা
খোদাকে মাজহার হু আক্বা ॥

دنیا میں کلمہ نبی کی ✦ قبر میں دیدار نبی کی

محشر میں شفاعۃ نبی کی ✦ امۃ کی غمخر ہیں انہی

৩) দুনইয়া মে কলমা নবী কী
ক্বর মে দীদার নবী কী
মাহশার মে শাফা‘আত নবী কী
উম্মত কী গমখার হেঁ উনহী ॥

زمیں کی تعریف خدا پر ✦ اسماء کی تعریف خدا پر

عرش کی تعریف خدا پر ✦ خدا کی تعریف نبی پر

৪) জর্মী কী তা’রীফ খোদাপর
আসমাঁ কী তা’রীফ খোদাপর
আরশ কী তা’রীফ খোদাপর
খোদা কী তা’রীফ নাবী পর ॥

تنکیر نبی اگر ہو ✦ تصدیق خدا نہیں ہو

رضائے نبی جس پر ہو ✦ بندائے خدا وہی ہو

৫) তান্‌কীরে নাবী আগারহু
তাছ্‌দীক্বে খোদা নেহী হুঁ
রেযায়ে নাবী জিস পর হুঁ
বান্দায়ে খোদা ওয়াহী হুঁ ॥

কিয়ামে তা'জীমীর কাছিদা-২

مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ✦ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

মোস্তফা জানে রহমত পেহ্‌ লাখো সালাম
শাম্‌য়ে বজ্‌মে হিদায়াত পেহ্‌ লাখো সালাম ॥

مظہر خدایا رسول اللہ شفیع ورای ✦ وہ حبیب خدا پہ لاکھوں سلام

১) মাজ্‌হারে খোদা ইয়া রাসূলাল্লাহ শাফী'য়ে ওয়ারা
ওহ্‌ হাবীবে খোদা পেহ্‌ লাখো সালাম ॥

شیخ مذاہب سیدی امام ابوحنیفہ ✦ وہ فقیہ ملت پہ لاکھوں سلام

২) শায়খ মাজাহেবে সায়্যিদী ঈমাম আবু হানীফা
ওহ্‌ ফক্বীহে মিল্লাত পেহ্‌ লাখো সালাম ॥

پیر لا ثانی غوث الاعظم قدیر جیلانی ✦ راہ نمائی طریقت پہ لاکھوں سلام

৩) পীর লা ছানী গাউছুল আ'জম ক্বাদীর জিলানী

রাহ্‌নুমায়ী ত্বরীক্বত পেহ্‌ লাখো সালাম ॥

مبین حق سرکار احمد اعلیٰ حضرت ✦ امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام

৪) মুবীনে হাক্ব, সরকার আহমাদ, আ'লা হযরত
ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত পেহ্‌ লাখো সালাম ॥

ہادئ دین مرشدی پیر شاہ سبحانی ✦ نبیرۂ اعلیٰ حضرت پہ لاکھو سلام

৫) হাদীয়ে দ্বীন মুর্শিদী পীর শাহ্‌ সুবহানী
নবীরায়ে আলা হযরত পেহ্‌ লাখো সালাম ॥

অতঃপর বসে বসে পড়বেনঃ

بَلَغَ الْعُلٰی بِکَمَالِہٖ ✦ کَشَفَ الدُّجٰی بِجَمَالِہٖ
حَسُنَتْ جَمِیْعُ خِصَالِہٖ ✦ صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
سَلِّمُوْا یَا قَوْمُ بَلْ ✦ صَلُّوْا عَلٰی صَدْرِ الْاَمِیْنِ
مُصْطَفٰی مَا جَاءَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

বালাগাল 'উলা বিকামালিহী, কাশাফাদ্দুজা বিজামালিহী।
হাসুনাত্‌ জামি'উ খিছালিহী, ছাল্লূ 'আলাইহি ওয়া আলিহী।
সাল্লিমূ ইয়া ক্বাওমু বাল, ছাল্লূ 'আলা ছাদ্‌রিল্‌ আমীন।
মোস্তফা মা জা-আ ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল্‌ আলামীন।

বিশেষ উপদেশমালা

- যে কোন কথা বা কর্ম 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে শুরু করুন।
- সময় করে 'সূরা মুলক', 'সূরা ইয়াসীন', 'সূরা ওয়াকিয়াহ্' ও 'সূরা দুখান' বেশী বেশী পড়তে চেষ্টা করুন। বিশেষতঃ শোয়ার সময়।
- 'তাহাজ্জুদ নামাজে'র অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- 'আওয়াবীন নামজ' পড়তে চেষ্টা করুন।
- যে কোন আমলের পূর্বাপর 'দরূদ শরীফ' পড়ুন। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে বেশী বেশী 'দরূদে রেজভীয়া' বা 'দরূদে জুমা' পড়ুন।
- আপনাকে কতটুকু প্রিয় নবীর রংগে সাজালেন, আর কতটুকু বাকী? প্রতিদিন একবার হিসাব করুন।
- সকল বিপদ ও উদ্দেশ্য পূরনে "হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" বেশী বেশী পড়ুন। (বিস্তারিত পারের তরী দ্রষ্টব্য)
- সকল রোগের শেফা হিসেবে একবার সুরা

ফাতিহা পড়ে পানি পান করুন এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার সাথে পরিমিত কালোজিরা ও মধু সেবন করুন।

- আর রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফের মাদ্‌রাসা-মসজিদসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদিতে সাধ্যমত আপনার সামান্য অংশ গ্রহণে দ্বীনের বড় খেদমত হয়ে যাবে।

আ'লা হযরত আহ্‌মাদ রেযা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফরমান

পীরের প্রতি মুরিদের ধ্যান

এককভাবে নির্জনতায় কোলাহলমুক্ত স্থানে পীরের বাসস্থানের দিকে আর যদি তিনি ইন্তেকাল প্রাপ্ত হন তবে তাঁর মাজার শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসবেন। পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে সম্পূর্ণ বিনয় ও নম্রভাবে পীরের সুরতের প্রতি ধ্যানমগ্ন হবেন। আর নিজেকে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত বলে ধ্যান করবেন এবং অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করবেন যে, সরকারে রিসালাত 'আলাইহি আফ্‌দ্বালুস্ সালাওয়াতি ওয়াত্তাহিয়্যাহ্

হতে আন্ওয়ার ও ফুয়ূজাত তথা নূর ও ফয়জ পীরের কবরের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। আমার ক্বলব পীরের ক্বলবের নীচে ভিখারী অবস্থায় লেগে আছে। তাঁর থেকে আন্ওয়ার ও ফুয়ূজাত পূর্ণ হয়ে আমার কলবের মধ্যে গড়িয়ে আসছে। এ ধ্যানকে আরো বৃদ্ধি করবেন, যাতে স্থায়ী হয়ে যায় এবং কৃত্রিমতা ব্যতীত সহজেই ধ্যান অর্জন হয়। এতে শেষ পর্যন্ত শায়খের ছবি স্বয়ং আকৃতি ধারণ করে মুরিদের সাথে থাকবে। (সাধনার এ) প্রত্যেক কাজে সাহায্য করবে এবং এ পথে যত প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হবে সমাধান বলে দিবে।

আমার পরম মুর্শিদ ক্বিবলার কলম হতে বিশ্লেষণধর্মী অমূল্য নছিহত

প্রিয় সাথীরা পরিশ্রম করুন!

کئے جاؤ کوشش میرے دوستو   نہ کوشش سے اک اُن کو تم تھکو
خدا کی طلب میں سعی کرتے رہو   جتنے ہو سکے مجاہدے کرو

অর্থাৎ, হে বন্ধুবর্গ, তোমরা চেষ্টা হতে পিছপা

হয়ো না। খোদার তালাশে চেষ্টা করতে থাকো। যথাসাধ্য (নাফসের সাথে) সংগ্রাম করে চলো। সাফল্য অর্জনে বিশ্বাস রাখো।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থাৎ, যারা আমার (আল্লাহর) সন্ধানে চেষ্টা করতে থাকবে অবশ্যই আমি তাঁদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব এবং তাঁদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করব।

মহান মাওলা তোমাদের জন্য সফলতার প্রতিটি দরজা উত্তমরূপে উন্মুক্ত করুন। তাঁর (আল্লাহর) রাস্তায় ক্বদম রাখার সাথে সাথেই মহান আল্লাহর দয়াময়ী জিম্মায় তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে।

মহান রব ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ, যে সব কিছু ত্যাগ করে ঘর হতে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্দেশ্যে বের হয় এমতাবস্থায় যদি তাঁকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তবে এর বিনিময় মহান আল্লাহর নিজ করুণার দায়িত্বে এসে যায়।

হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ যে ব্যক্তি কোন কিছুর সন্ধানকারী হবে এবং চেষ্টা করবে তবে সে তা পাবে।

অনুরূপ হাদীছেই বর্ণিত যে, مَنْ طَلَبَ اللّٰهَ وَجَدَ অর্থাৎ, যে আল্লাহকে তালাশ করবে, সে তাঁকে পাবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সামনে চলো! বরাবর সামনে বাড়ো!! সোজা সামনে বাড়ো!!! শুধু শর্ত হল মহাব্বত ও বিশুদ্ধতা। পীরকে মহাব্বত করা রাসূলকেই মহাব্বত করা, আর রাসূলকে মহাব্বত করা খোদাকেই মহাব্বত করা। মহাব্বত যত বেশী হবে এবং আক্বীদা যত পাকা হবে, ততবেশী সাধনায় উপকার লাভ হবে।

যদিও পীর অনেক প্রসিদ্ধ না হন বরং একজন সাধারণ মানুষই হন, (উঁচু মর্তবার) কামিলও

না হন, কিন্তু সঠিক অর্থে পীর হওয়ার যাবতীয় শর্তাদী যদি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সিলসিলা বা পরম্পরা সরাসরি সংযুক্ত থাকে (মাঝখানে কেহ বাদ না পড়ে) তাহলে সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি ফয়য লাভ হবে।

হে তাওহীদের বৎস! প্রত্যেক কাজে তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সজাগ থাক। তাই জেনে রেখো! "আল্লাহ এক, রাছুল এক, পীর এক।" সুতরাং তোমার মনোযোগের ক্বিবলা এক হওয়া ও এক থাকা জরুরী। লক্ষ্যচ্যুত ও হৃদয়ভ্রষ্ট হয়ো না।

ধোপার কুকুরের মত হয়ো না, যা না ঘরের না ঘাটের। হক্ব তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনে বিভোর হয়ে যাও। দ্বীন-দুনিয়ার প্রত্যেকটি কর্ম তাঁরই জন্য একনিষ্ঠভাবে কর। শরীয়তের পাবন্দ (মুত্তাকী) হও। শরীয়তের গন্ডিতে সাধনা কর। শরীয়তের গন্ডি থেকে এক কদমও বাইরে যেও না। পান করা, আহার করা, উঠা, বসা, শয়ন করা, চলাফেরা,

কথা বলা, লেনদেন করা, আয় ব্যয় করা এবং প্রতিটি কর্ম একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির আশায় কর। তাঁর সন্তুষ্টি তোমার নয়নে লালন কর।

হে রেজভী! তুমি রেজাতে ফানা হয়ে আপদমস্তক রেজায়ে আহমাদী ও রেজায়ে এলাহী হয়ে যাও। তোমার উদ্দেশ্য শুধু তোমার মা'বুদই হউক। তাঁর সন্তুষ্টি কামনাই তোমার উদ্দেশ্য হউক।

فراق ووصل چہ خواہی رضائے دوست طلب
کہ حیف باشد از و غیر او تمنائے

অর্থাৎ, সম্পর্ক ছিন্ন কর বা তৈরী কর, যা-ই চাও তাতে আপন প্রেমাস্পদের সন্তুষ্টি সন্ধান কর। কেননা এ ভিন্ন অন্য কিছু তোমার কামনা হলে তা শুধু অনুতাপের কারণ হবে। রিয়া থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাক। প্রত্যেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে আন্তরিকতার সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক করে যাও। মহা সৌভাগ্য

অর্জনের পথ হল মুজাহাদাহ্ ও রিয়াযতে মগ্ন থাকা। আমাদের কতেক মাশায়েখে কিরাম ইরশাদ করেছেন যে, লোকেরা রিয়াযত করার জন্য কামনা করে। বস্তুত: কোন রিয়াযত ও মুজাহাদাই নামাজের নিয়ম-নীতিগুলো বিনয় ও মনোযোগের সাথে আদায় করার মত সমপর্যায়ের নয়। আর তা হল বিশেষ করে (প্রতিকূল না হলে) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।